প্রথম আলো

15 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি

১০ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ফরম দেবে, বাকিগুলোও ভাবছে

আনু আনোয়ার ●

স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার ব্যবস্থা এবারই পুরোপুরি চালু করেছে শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বাকি ৩০টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১০টি এবারই অনলাইনে আবেদনপত্র দেবে।

বাকিগুলো পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় এবারই এ উদ্যোগ চালু করতে পারছে না। তবে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে সবাই ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

গত শুক্রবার সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে দেশের ৩১টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদন ফরম অনলাইনের মাধ্যমে বিতরণ ও জমা নেওয়ার পদ্ধতি চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয়। গত রোববার শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মোবাইলের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেয়। এখানে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও জমা দিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে যেতে হবে না।

এ ব্যাপারে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতেই নতুন এ উদ্যোগ। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলে খুব সহজেই এই প্রক্রিয়া চালু করা যায়। তিনি বলেন, ভর্তি ফরমকে পিডিএফে রূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিলেই শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে নামিয়ে পূরণ করতে পারে। এতে অন্তত ফরম পাওয়ার ভোগান্তি কমবে।

১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনপত্র অনলাইনে: বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, হাজি মুহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তি ফরম পাওয়া যাবে। তবে এখানে জমা দিতে একবার প্রার্থীদের আসতেই হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য এম এম শফিউল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, অনলাইনে আবেদন ফরম নেওয়া ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি চালু করা গেলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ও খরচ অনেক কমে যেত। অবকাঠামো ও লোক না থাকায় কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রক্রিয়া হয়তো এবারই চালু করতে পারবে না। তিনি বলেন, অনলাইনেই এবার বুয়েটের ফরম পাওয়া যাবে। তবে প্রার্থীদের বা প্রার্থীদের পক্ষে কাউকে এসে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, অনলাইনে ভর্তি ফরম

এরপর পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

১০ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ফরম দেবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পূরণ ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি এ বছর থেকেই চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। তবে শিক্ষার্থীদের কাগজপত্রও জমা দিতে একবার আসতে হবে। নইলে পরীক্ষার্থীর সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুস সোবহান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে শুধু ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা যাবে। তবে জমা দিতে কাউকে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে। একই কথা বলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর সিদ্ধান্তহীনতায়: দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি নির্দেশনার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। সরকারি নির্দেশনাকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। তাই যে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে তা সেভাবেই চলুক। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলাফল ও অন্যান্য নির্দেশনা কয়েক বছর ধরে ওয়েবসাইটে দিচ্ছে। সামনে সার্বিক কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমেই হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা শাখা) মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সব কার্যক্রম শেষ। তাই এ বছর সরকারের নির্দেশনা কার্যকর করা যাচ্ছে না। আগামী বছর থেকে অনলাইনে ফরম ছাড়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ আলাউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করা হয়নি।

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট নেই: ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ওয়েবসাইটই নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হবে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে। এ ছাড়া রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরও কোনো ওয়েবসাইট নেই।

বাদবাকি ১৪ বিশ্ববিদ্যালয়: চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরম বিতরণ শুরু ৫ অক্টোবর থেকে। এখানে ডাকযোগে ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি চালু আছে। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ভর্তিসংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই। ঠিকানা থাকলেও, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট কাজ করছে না। গতানুগতিকভাবেই খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ফরম বিতরণ ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ভর্তিসংক্রান্ত কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ভর্তি কার্যক্রম শুরুর তারিখ ঘোষণা করেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকে ভর্তিসংক্রান্ত কোনো তথ্য দেওয়া নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম অনলাইন থেকে সংগ্রহ করা যায়। আর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি এবং মাস্টার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।